ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ: ১৪ সংখ্যা: ৫৩
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৮

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৪ সংখ্যা : ৫৩

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সেরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
ব্রুনাই দারুসসালাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুনাই

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

জীবনের মর্যাদা, আত্মঘাতী হামলা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা ৯
মোঃ শহীদুল ইসলাম
আবু তালিব মোহাম্মাদ মোনাওয়ার

সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার: কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা ৫৩
মোহাম্মাদ রেজাউল হোসাইন
নাজিদ সালমান

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নয়ন প্রস্তাবনা ৭৩
মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ

নীতিবিজ্ঞান ও আইনের সম্পর্ক: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা ৯৫
মোঃ মুহসিন উদ্দিন

ইফ্‌কের ঘটনা ও যিনার অপবাদের শাস্তি: প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা ১২৩
মোস্তফা কামাল

Book Review: গ্রন্থ পর্যালোচনা
ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভূমিকা ১৪৭
আবদুস সাত্তার আইনী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ! ইসলামী আইন ও বিচার তেরো বছর পেরিয়ে চতুর্দশ বছরে পদার্পণ করল। বৃহত্তর মানবকল্যাণ, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও এর সুফল গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার পথ ও পদ্ধতি গবেষণার উদ্দেশ্যে এর পথচলা শুরু। দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় লেখক, গবেষক, রিভিউয়ার, সম্পাদনা ও উপদেষ্টা পরিষদ, বিদগ্ধ পাঠকসহ যাঁরা এ জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও রয়েছেন সকলকে মোবারকবাদ। মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণে এ বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যেন কল্যাণময় হয় সে নীতিমালাও তিনি প্রদান করেছেন।

ইসলাম মানব জীবনকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছে এবং জীবনরক্ষাকে শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এ সম্পর্কিত অসংখ্য বিধিনিষেধ প্রণয়ন করেছে। জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে বিভিন্ন ইবাদতের মধ্যে রুখসাতের বিধানও রেখেছে এবং প্রাণ রক্ষার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে আবশ্যিক করেছে। এতদসত্ত্বেও মানুষ বিভিন্ন কারণে নিজের জীবন সংরক্ষণে অবহেলা করে থাকে। এমনকি নিজে নিজেকে ধ্বংস তথা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সভ্যতার বিবর্তনে নিজে আত্মহুতি দিয়ে শত্রু পক্ষের ক্ষতি সাধনের এক প্রয়াস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা আত্মঘাতী হামলা নামে পরিচিত। আত্মঘাতী হামলা ক্রমবর্ধমান একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এ সমস্যার আদর্শিক ও ধর্মীয় প্রভাবসহ বিভিন্ন কারণ থাকলেও ধর্মকে বিশেষত ইসলামকেই বেশি দায়ী করা হয়। ফলে জনমনে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং মুসলিমদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বিঘ্নিত হতে দেখা যায়। এ সমস্যার উত্তরণে ইসলামের সাথে আত্মঘাতী হামলার সম্পর্কের পর্যালোচনা এবং শরীয়তে এর বিধান বর্ণনা করে প্রণীত হয়েছে "জীবনের মর্যাদা, আত্মঘাতী হামলা ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আত্মঘাতি হামলা মানুষের সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকারকে ব্যাহত করে এবং শরীয়ার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়ায় ইসলাম একে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্বশীল একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকে বিধায় তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদেহি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহানবী ﷺ সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শিক্ষা

দিয়েছেন। তাঁর দেয়া শিক্ষার আলোকে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আল্লাহর আদালতে জবাবদেহি করতে হবে। এ অনুভূতি জাগ্রত করেই তিনি ঐসব সাহাবীর মধ্যে সরকারি পদ বণ্টন করেন, যাদের মধ্যে উক্ত পদ-এর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের যথাযথ গুণাবলির সমাহার ছিল। ইসলামী শিক্ষার আলোকে কাউকে সরকারি পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে তার মধ্যে অবশ্যই নির্ধারিত গুণাবলি থাকতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হতে হবে। ইসলাম এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সবসময় রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজ মালিকানাধীন সম্পদের ন্যায় মনে করা ও নিজ প্রয়োজনে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। "সরকারি পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা" শিরোনামে রচিত প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মানবজীবনে সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ায় সম্পদ রক্ষাকে শরীয়তের মূল পাঁচটি মাকসাদের একটি গণ্য করা হয়েছে। গত শতাব্দির শেষার্ধে এসে শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থব্যবস্থাপনা ও অর্থের গতিশীলতা চলমান রাখতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইসলামী ব্যাংক বাংলদেশ লিমিটেড। পর্যায়ক্রমে আটটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি বর্তমানে সতেরোটি প্রচলিত ধারার ব্যাংক ১৯টি শাখা ও ২৫টি উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। সব মিলে দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইসলামী ব্যাংকিং দ্বারা পরিচালিত। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ঈর্ষণীয় এ সাফল্য সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞগণের মতে, এক্ষেত্রে গুণগত মানোন্নয়নে আরো যথেষ্ট কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্পর্কে "বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নয়ন প্রস্তাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন এমন কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকগণ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব প্রস্তাব বিবেচনায় নিলে শরীয়া পরিপালনের মান বৃদ্ধি পাবে এমনটি আশা করা যায়।

সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মানুষের নৈতিক অবস্থান শক্ত হওয়া জরুরী। নৈতিকতার এ গুরুত্বের কারণে এটি স্বতন্ত্র্য এক শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। যা নীতিবিদ্যা বা নীতিবিজ্ঞান হিসেবে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্র হিসেবে নীতিবিজ্ঞানের কাজ হলো, একটি নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ডের আলোকে মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বিচার করা। প্রচলিত ধারণায় মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র নৈতিকতা বিচার্য, কোন বাধ্যতামূলক আচরণের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, যে কাজ মানুষ তার নিজ ইচ্ছা বা মর্জিতে করে তার জন্য সে অবশ্যই দায়ী থাকে। কিন্তু যে কাজ তার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে করে বা করতে বাধ্য হয়, তার জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। পক্ষান্তরে ইসলাম যে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়, তা সমন্বিত। মূলত নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মধ্যেই ইসলামের মর্মবাণী নিহিত। ইসলামের আদব (চিন্তা ও আচরণের নীতিমালা), ইহসান (আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ) এবং আখলাক (নৈতিক শুদ্ধতা) এ তিনটা গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করে। "নীতিবিজ্ঞান ও আইনের সম্পর্ক: ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধে প্রচলিত ও ইসলামী নীতিবিজ্ঞানের পরিচিতি, এ বিজ্ঞানে মুসলিম অন্বেষা এবং আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্মানিত করেছেন। তার এ সম্মান সর্বক্ষেত্রে বিবেচ্য। কোন অবস্থাতেই তার সম্মানহানী স্বীকৃত নয়। এ কারণে মানুষের ওপর মিথ্যা অপবাদ প্রদানকে প্রতিহত করার জন্য শরীয়ত কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। বরং ইসলাম এর শাস্তিকে হদ্দ বা শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেখানে বিচারক বা শাসকের নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচ্য নয়। বরং শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তিই প্রযোজ্য। ফিকহের গ্রন্থসমূহে অপবাদ, অপবাদদাতা, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা স্থান পেয়েছে। যাতে কোনভাবে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। আবার আইনের মারপ্যাঁচে প্রকৃত কোন অপরাধী পার না পেয়ে যায়। "ইফ্কের ঘটনা ও যিনার অপবাদের শাস্তি: প্রচলিত ও ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আইন ও বিচার" জার্নালের ৫৩তম এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

–প্রধান সম্পাদক